দর্শনা হিমেল আবাসিক হোটেল মালিক মিন্টু গ্রেফতার

দর্শনা হিমেল আবাসিক হোটেল মালিক আশরাফুল হক মিন্টু (৫৫) গ্রেফতার করেছে পুলিশ। রবিবার দুপুরের দিকে দর্শনা বাসস্ট্যান্ড হিমেল আবাসিক হোটেলের ছাদের উপর থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয়।

মাদক সংক্রান্ত বিষয়ে তাকে দর্শনা থানা পুলিশ তার নিজ ব্যবসা প্রতিষ্ঠান হতে গ্রেফতার করেন। মিন্টু দর্শনা বাসস্ট্যান্ড চৌরাস্তার মোড়ের হিমেল আবাসিক হোটেলের স্বত্বাধীকারী ও মৃত মামদেল হকের ছেলে।

পুলিশ জানায়, গতকাল রবিবার দুপুর ২টার দিকে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ এ,এইচ,এম লুৎফুল কবীরের নেতৃত্বে থানার সেকেন্ড অফিসার এসআই আহম্মদ আলী বিশ্বাস সঙ্গীয় অফিসার ও ফোর্স নিয়ে অভিযান পরিচালনা করেন দর্শনা বাসস্ট্যান্ডের হিমেল আবাসিক হোটেলে। এসময় হোটেলের ছাদের উপর মাদক সেবনকালে হাতেনাতে মিন্টুকে ছাদের উপর থেকে গ্রেফতার করেন।

দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ এ,এইচ,এম লুৎফুল কবীর বলেন, মাদকদ্রব্য গাঁজা সেবনের অপরাধে তাকে হিমেল আবাসিক হোটেল থেকে গ্রেফতার করা হয়েছে। আজ সোমবার তাকে আদালতে সোপর্দ করা হতে পারে।

দর্শনা হিমেল আবাসিক হোটেলে পুলিশের অভিযান : গ্রেফতার ২

দর্শনা বাসস্ট্যান্ডের হিমেল আবাসিক হোটেলে অভিযান চালিয়েছে দর্শনা থানা পুলিশ। এ অভিযানে সাড়ে ৩শ পিচ ভারতীয় শাড়ি-গেঞ্জি ও থ্রী পিচ উদ্ধার সহ দুই চোরাকারবারীকে আটক করেছে পুলিশ।

রবিবার দুপুর হতে পৌনে ২ ঘন্টা ব্যাপী অভিযান চালিয়ে হোটেলের

৩টি কক্ষ হতে ওই চোরাচালান মালামাল উদ্ধার সহ দু’জনকে আটক করা হয়।

পুলিশ জানায়, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ এ,এইচ,এম লুৎফুল কবীরের নির্দেশে থানার ইন্সপেক্টর (তদন্ত) এস,এম আমান উল্লাহ আমানের নেতৃত্বে এসআই আহম্মেদ আলী বিশ্বাস, এসআই সামিম হাসান ও এএসআই ইদ্রিস আলী, সঙ্গীয় অফিসার ও ফোর্স নিয়ে চোরাচালান বিরোধী অভিযান পরিচালনা করেন দর্শনা বাসস্ট্যান্ডের আলোচিত হিমেল আবাসিক হোটেলে।

এসময় হোটেলের ২০৪, ২০৮ ও ৩০১ নং কক্ষে অভিযান পরিচালনা করে উন্নতমানের ভারতীয় শাড়ি ৮২ পিস, থ্রিপিস ২৪৪ পিস ও গেঞ্জি ২৪ পিস সর্বমোট ৩ শত পঞ্চাশ পিস শাড়ি, থ্রিপিস ও গেঞ্জি উদ্ধার করে।

এ মালামালের মালিক চট্টগ্রাম জেলার সাতকানিয়া উপজেলার ধর্মপুর গ্রামের সাহেব মিয়ার ছেলে আবদুল শুক্কুর (৩৫) ও ঝালকাঠি জেলা সদরের শাহ বাঙ্গাল গ্রামের আব্দুল লতিফ বেপারীর ছেলে নাঈম ইসলামকে (৩৪) আটক করেছে।

এবিষয়ে মামলা রুজু প্রক্রিয়াধীন। এ ঘটনায় দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ এ এইচ এম লুৎফুল কবির বলেন, আমরা মালামাল উদ্ধার করেছি এবং দুজনের বিরুদ্ধে চোরাচালান অভিযোগের দায়ে মামলা দায়ের করেছি।

মেহেরপুরের শালিকাতে সড়ক দুর্ঘটনায় স্কুলছাত্র নিহত

মেহেরপুর সদর উপজেলার শালিকাতে সড়ক দুর্ঘটনায় আছিম (১৬) নামের এক স্কুল ছাত্র নিহত হয়েছে।

রোববার সন্ধ্যা ৭ টার দিকে রাধাকান্তপুর-দারিয়াপুর গ্রামের গোরস্থানের সন্নিকটে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত আছিম মেহেরপুর সদর উপজেলার দক্ষিণ শালিকা গ্রামের ছলিম বিশ্বাসের ছেলে ও স্থানীয়

মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের দশম শ্রেনীর ছাত্র।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, মাগরিবের নামাজের পর আছিমতার বড় ভাইয়ের পালসার মোটরসাইকেল নিয়ে ঘুরতে বের হয়। শালিকা গ্রাম থেকে রাধাকান্তপুর-দারিয়াপুর রাস্তায় উঠে বেপরোয়া গতিতে মোটরসাইকেল চালায় সে।

এক পর্যায়ে মোটরসাইকেলের গতি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার পাশের একটি গাছের সাথে ধাক্কা লেগে ঘটনাস্থলেই মারা যায়।

পরে মাঠের কয়েক জন কৃষক দুর্ঘটনাটি দেখে গ্রামে খবর দিলে স্থানীয়রা তার মরদেহ উদ্ধার করে নিজ বাড়িতে নেন। মহেরপুর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শাহ দারা খান এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

ঝিনাইদহে রমজান উপলক্ষে অসহায় পরিবারের মাঝে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ

পবিত্র মাহে রমজান উপলক্ষে ঝিনাইদহে অসহায় ২ হাজার দুস্থ পরিবারের মাঝে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে।

রোববার সকালে ঝিনাইদহ শহরের আরাপপুর পশ্চিম পাড়ায় এ খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করে জোহান ড্রীম ভ্যালী পার্ক ও জোহান গ্রুপের স্বত্বাধীকারী মোয়াজ্জেম হোসেন।

সকালে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ কর্মসূচীর উদ্বোধন করেন সদর উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) শারমিন আক্তার সুমী।

এসময় উপস্থিত ছিলেন জোহান গ্রুপের স্বত্বাধীকারী মোয়াজ্জেম হোসেন, বিশিষ্ঠ ঠিকাদার মিজানুর রহমান মাসুমসহ অন্যান্যরা।

সেসময় পৌরসভার বিভিন্ন এলাকার ২ হাজার পরিবারের ১০ কেজি চাল, ২

কেজি আলু, ১ কেজি ছোলা ও আধা কেজি সয়াবিন তেল বিতরণ করা হয়।

রমজানে খাদ্যসামগ্রী পেয়ে খুশি অসহায় পরিবারগুলো। এসময় মোয়াজ্জেম হোসেন বলেন, আমার সামর্থ অনুযায়ী যতটুকু সম্ভব তাদের পাশে দাঁড়াবার চেষ্টা করছি।

আপনাদেরকেও অসহায়দের পাশে দাঁড়ানোর আহবান জানাচ্ছি। আপনার সাম্যর্থের মধ্যে যে যতটুকু পারেন সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেন।

ঝিনাইদহে বিদ্যুৎস্পৃষ্টে ক্ষতিগ্রস্থ কৃষকের মাঝে ২ টি গরু প্রদান

ঝিনাইদহ সদর উপজেলার পোড়াহাটি ইউনিয়নের মধুপুর গ্রামে বিদ্যুৎস্পৃষ্টে কৃষক মজনু জোয়ার্দ্দারের ২ টি গরু মারা যাওয়ার পর তাকে ২ টি গরু প্রদাণ করা হয়েছে।

রোববার সকালে এ্যাসোসিয়েশন ফর এ্যাডভান্সমেন্ট এন্ড ডেভেলপমেন্ট (এ্যাড) ও এফএনএফ ফার্মাসিউটিক্যালস এর সহযোগিতায় ২ গরু প্রদাণ করা হয়।

এ উপলক্ষে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভা এ্যাড’র নির্বাহী পরিচালক মাহমুদুল হাসান ফোটন’র সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি ছিলেন জেলা প্রশাসক মনিরা বেগম।

বিশেষ অতিথি ছিলেন সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা এস এম শাহীন, পোড়াহাটি ইউনিয়নের চেয়ারম্যান শহিদুল ইসলাম হিরন।

এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন এ্যাড’র সহকারী নির্বাহী পরিচালক মিলন কুমার শিকদার, সিনিয়র পরিচালক (মাইক্রোফিন্যান্স) বিল্লাল হোসেন, পরিচালক ফিরোজ মাহমুদ, আইটি অফিসার তৌফিক মুন্সী। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন পরিচালক (প্রশাসক) শামীমা পারভীন)।

উল্লেখ্য, গত ২৭ মার্চ মধুপুর পুর্বপাড়া গ্রামের কৃষক মজনু জোয়ার্দ্দার ফেলা বিশ্বাস নামের এক কৃষকের ১০ কাঠা জমি চাষ করতে যায়।

জমি চাষের পরে মই দিতে গিয়ে জমিতে থাকা ওজোপাডিকো বিদ্যুৎ বিভাগের খাম্বার পাশে আসলে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে ২ টা চাষের গরু মারা যায় যার, দাম আনুমানিক মূল্য ৫ লাখ টাকা।

কৃষক মজনু এই সময়ে নিজে সামান্য শর্ট খেয়ে ছিটকে পড়ার কারনে সে প্রাণে বেঁচে যায়।

ব্যাথায় নীল ফুটফুটে তাবাসসুম, চিকিৎসার জন্য সহযোগীতা প্রয়োজন

ফুটফুটে তাবাসসুম। বয়স মাত্র ১১ মাস। এখনো কথা বলতে কিংবা হাটতে শেখেনি। কিন্তু নিয়তির পরিহাসে কঠিন এক রোগে আক্রান্ত হয়ে পুরো শরীর ব্যাথায় নীল হয়ে গেছে তার। ব্যাথার কাতরে রাতের অধিকাংশ সময় বুক ধরে কাঁদতে থাকে শিশুটি। শিশুর এই কষ্ট সহ্য করতে পারেন না তার দিনমজুর বাবা। মুছতে মুছতে চোখের পানি শুকিয়ে গেছে মা তানিয়া খাতুনের। শিশুটিকে নিয়ে পরিবারের অন্য সদস্য দাদা-দাদি, নানা-নানিসহ সকলেই কাতর। দিনমজুর বাবার সাধ আছে ভালোবাসার ধন শিশুকণ্যাকে চিকিৎসা করিয়ে সুস্থ করে তোলার। কিন্তু সাধ্য হয়ে উঠছে না।

মেহেরপুর সদর উপজেলার খন্দকার পাড়ার ইবাদুল ইসলামের মেয়ে তানিয়া খাতুনের সাথে বছর তিনেক আগে বিয়ে হয় একই উপজেলার শ্যামপুর নীলমনি পাড়ার কালামে ছেলে মাসুমের সাথে। ১১ মাস আগে তাদের কোল আলো করে শিশু তাবাসসুম পৃথিবীর মুখ দেখে। জন্মের পর থেকে ঠাণ্ডা, জ্বরে ভুগতে থাকে শিশুটি। আড়াইমাস বয়সে এক শিশু বিশেষজ্ঞের শরণাপন্ন হলে কিছু পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে জানা যায় তাদের হার্টে ছিদ্র রয়েছে। এর পর থেকে দিনমজুর বাবা শিশুটিকে রাজশাহী মেডিক্যাল কলেজ

হাসপাতালের বিভিন্ন চিকিৎসককে দেখিয়েছেন। তেমন কোন উন্নতি হয়নি। তবে অপারেশনের মাধ্যমে ভালো হওয়া সম্ভব বলে চিকিৎসকরা জানিয়েছেন। তার জন্য লাগবে নুন্যতম তিন লক্ষ টাকা।

শিশুটির মা তানিয়া খাতুন জানান, রাত এলেই ওর কান্না শুরু হয়। রাতের অধিকাংশ সময়ই ব্যাথায় কাঁদে। শরীরের বিভিন্ন অংশ ব্যাথার কাতরে নীল হয়ে যায়। কান্নার সময় মাঝে মাঝে একাই বুকে হাত দিয়ে থাকে। মেয়ের কষ্ট সহ্য করতে পারিনা। অর্থের অভাবে ভালোমত চিকিৎসাও করাতে পারিনা।

শিশুটির নানি নাসিমা খাতুন জানান, জন্মের পর থেকে তাবাসসুমের ঠাণ্ডা, জ্বর, কাশি লেগেই আছে। এসবের ওষুধ কিনতেই ওর বাবা হিমশিম খায়। দিনমজুরের কাজ করে সংসার সামলানোয় কঠিন হয়ে পরে তাবাসসুমের বাবার। সংসার সামলিয়ে মেয়ের ওষুধের টাকা জোগাড় করাও কঠিন।

ন্যাশনাল হার্ট ফাউণ্ডেশনের হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ ডা. কাজল আলী বলেন, শিশুটির ৪মিমি ছিদ্র দেখা গিয়েছে রিপোর্ট অনুযায়ী। নিয়মিত চিকিৎসার মাধ্যমে রিকভারী সম্ভব হতে পারে। যদি সম্ভব না হয় সেক্ষেত্রে অপারেশনের মাধ্যমে সুস্থ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। তবে অপারেশন ব্যায়বহুল।

শিশু তাবাসসুম অন্যান্য শিশুদের মতই বেড়ে উঠুক এ পৃথিবীতে। সুস্থ হয়ে বাবা-মাসহ সকলের মুখে হাসি ফুটাক। শিশুটির চিকিৎসার্থে সহযোগীতার হাত বাড়িয়ে দিতে পারি আমরা। আমাদের সকলের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সহযোগীতায় হাসি ফুটবে তাবাসসুমের। জয় হবে মানবতার। শিশুটিকে মানবিক সাহায্য করতে চাইলে যোগাযোগ করতে পারেন শিশুটির পিতার সাথে। মো: মাসুম- ০১৩১৩-২১৪১৪০ (বিকাশ)।

মেহেরপুরে সড়ক দুর্ঘটনায় স্কুল ছাত্রের মৃত্যু

মেহেরপুর সদর উপজেলার শোলমারী গ্রামে মোটরসাইকেল নিয়ন্ত্রণ

হারিয়ে খাদে পড়ে পলাশ হাসান (১৬) নামের এক স্কুল ছাত্র নিহত ও তার অপর বন্ধু সাধন (১৬) আহত হয়েছে।

আজ রোববার (৩ এপ্রিল) সকালের দিকে কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যায় সে। নিহত পলাশ হাসান

মেহেরপুর সদর উপজেলার শোলমারী গ্রামের শহিদুল ইসলামের ছেলে। সাধন হোসেন বর্তমানে মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছে। মেহেরপুর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত (ওসি) শাহ দারা খান এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

স্থানীয়রা জানান, পলাশ হাসান ও তার বন্ধু সাধন গতকাল শনিবার দিবাগতরাত ৯ টার দিকে মোটরসাইকেল চড়ে ঘুরছিলেন। শোলমারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পাশের রাস্তা দিয়ে যাওয়ার সময় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার পাশে পড়ে মারাত্বক আহত হন।

স্থানীয়রা তাদের উদ্ধার করে মেহেরপুর ২৫০ বিশিষ্ট শয্যা জেনারেল হাসপাতালে নেন। পরে পলআশ হাসানের অবস্থা খারাপ হওয়ায় কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রেফার্ড করেন চিকিৎসক। চিকিৎসাধীন অবস্থায় সেখানে মারা যায় পলাশ হাসান।

২৫০ বোতল ফেনসিডিলসহ সেই কালাম তার অপর সহযোগীসহ আটক

২৫০ বোতল ফেনিসিডিলসহ দুই মাদক ব্যবসায়ীকে আটক করেছে গাংনীর বামন্দী পুলিশ ক্যাম্পের একটি দল। আটকরা হলেন, গাংনী উপজেলার তেরাইল গ্রামের সুলতান হোসেনের ছেলে আবুল কালাম (৩৮) ও একই গ্রামের মোতাহার আলীর ছেলে মেছের আলী (৫০)।
আজ রোববার (৩ এপ্রিল) ভোররাতে দিকে ভরাট গ্রামের রাস্তার উপর থেকে ফেনসিডিলসহ তাদের আটক করা হয়। এসময় তাদের ব্যবহৃত নাম্বারপ্লেটহীন একটি এ্যাপাচি আরটিআর মোটরসাইকেল জব্দ করা হয়েছে।
বামন্দী পুলিশ ক্যাম্পের টুআইসি এএসআই শরিফুল ইসলাম সঙ্গীয়

ফোর্সসহ এ অভিযান চালান। এএসআই শরিফুল ইসলাম জানান, ভারত থেকে পাচার হয়ে আসা ফেনসিডিলের একটি চালান আসছে এমন সংবাদের ভিত্তিতে ওই স্থানে অবস্থান নেয়া হয়। তারা মোটরসাইকেল যোগে আসার সাথে সাথে তাদের আটক করা হয়।
আটক আবিল কালামের বিরুদ্ধে মাদক, বিস্ফোরক সহ নানা অভিযোগে ডজ্জন খানেক মামলা রয়েছে।
মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা দিয়ে দুজনে আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।

মেহেরপুরের আমঝুপিতে নানা বাড়ি বেড়াতে এসে নদীতে ডুবে শিশুর মৃত্যু

মেহেরপুর সদর উপজেলার আমঝুপিতে নানা বাড়িতে বেড়াতে এসে কাজলা নদীতে ডুবে মাহি (৬) নামের এক শিশুকণ্যার মৃত্যু হয়েছে।

আজ রবিবার সকাল সাড়ে ১১ টার দিকে আমঝুপি পশ্চিমপাড়া সংলগ্ন কাজলা নদীতে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত শিশু মাহি পশ্চিমপাড়ার রেজাউল হকের নাতনি। কিছুদিন আগে সে মায়ের সাথে নানাবাড়ি বেড়াতে আসে।

জানা গেছে, রেজাউল হকের মেয়ে শিরিনা খাতুনে বিয়ে হয়েছে শেরপুর জেলায়। ২য় সন্তান সম্ভাবা হওয়ায় সে পিতার বাড়িতে আসে মাহিকে সাথে নিয়ে। ঘটনার আগে মাহি তার খালাতো বোন রিয়ার সাথে নদীতে খেলতে যায়। নদীতে পেতে রাখা কারেন্ট জালে আটকিয়ে সে ডুবে যায়। পরে পরিবারের লোকজন জানতে পেরে তাকে উদ্ধার করার আগেই তার মৃত্যু হয়।

গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার মৌসুমী খানমের পিতার ইন্তেকাল

গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার মৌসুমী খানমের পিতা বীর মুক্তিযোদ্ধা মাহমুদুল আলম (৭০) চিকিৎসাধীন অবস্থায় ইন্তেকাল করেছেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাহি রাজিউন)।

গতকাল শনিবার সন্ধ্যা সাড়ে ৭ টার দিকে কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি ইন্তেকাল করেন।

তিনি স্ত্রী, এক কন্যা ও এক পুত্র, নাতী নাতনী, আত্মীয় স্বজন, বন্ধুবান্ধবসহ অসংখ্য গুনগ্রাহী রেখে গেছেন। তিনি দীর্ঘদিন যাবৎ বার্ধক্যজনিত কারণে অসুস্থ ছিলেন।

কয়েকদিন আগে তিনি তার একমাত্র কন্যা গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার মৌসুমী খানমের বাসাতে বেড়াতে এসেছিলেন।
রাত ১১টার সময় গাংনী উপজেলা পরিষদ অফিস চত্ত্বরে প্রথম নামাজে জানাযা শেষে রাতেই নড়াইল জেলার লোহগড়াতে নিজ বাড়িতে নেওয়া হবে।

সেখানে তার দ্বিতীয় জানাযা শেষে রাষ্ট্রীয় সম্মাননা গার্ড অফ অনার দিয়ে গ্রামের বাড়িতেই দাফন করা হবে জাতীর শ্রেষ্ট সন্তান এই বীর মুক্তিযোদ্ধাকে।

এদিকে গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার মৌসুমী খানমের পিতার ইন্তিকালে মেহেরপুর-২ আসনের জাতীয় সংসদ সদস্য মোহাম্মদ সাহিদুজ্জামান খোকন, মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও গাংনী উপজেলা চেয়ারম্যান এম এ খালেক, গাংনী পৌর মেয়র আহম্মেদ আলী, গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রাজ্জাক, বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক কর্মী ও জাতীয় কন্যা শিশু অ্যাডভোকেসী ফোরামের মেহেরপুর জেলা শাখার সভাপতি সিরাজুল ইসলাম, মটমুড়া ইউপি চেয়ারম্যান সোহেল আহম্মেদ, ষোলটাকা ইউনিয়ন ইউপি চেয়ারম্যান আনোয়ার পাশা, কাজিপুর ইউপি চেয়ারম্যান মু.আলম হুসাইন, রাইপুর ইউপি চেয়ারম্যান গোলাম সাকলায়েন ছেপু, বামন্দী ইউপি পরিষদের চেয়ারম্যান ওবাইদুল ইসলাম কমল, তেঁতুলবাড়িয়া ইউপি চেয়ারম্যান নাজমুল হুদা বিশ্বাস, কাথুলি ইউপি পরিষদের চেয়ারম্যান মিজানুর রহমান রানা, সহারবাটি ইউপি চেয়ারম্যান মশিউর রহমান, ধানখোলা ইউপি চেয়ারম্যান আব্দুর রাজ্জাকসহ বিভিন্ন সামাজিক সাংস্কৃতিক

কর্মী ও বিভিন্ন শ্রেনী পেশার মানুষ মরহুমের বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনা করছেন ও শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করেছেন।